মানহানি (ফবভধসধঃরড়হ) সংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী প্রতিকারের সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করা যায় কিনা সেই বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ প্রসঙ্গে সরকারের বিগত ১৩ বৈশাখ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, মোতাবেক ২৬ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রীঃ তারিখের লেঃ প্রঃ ২১৪/০৭ নং পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন।

সরকারের উল্লে-খিত পত্রটি পাঠ করলে দেখা যায় যে ঐ পত্রে বিশেষ করে দুটি বিষয়ের উল্লে-খ করা হয়েছে- (১) সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি আইনের আওতায় মানহানির মামলা দায়ের করা হলে ঐ ব্যক্তিগণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অযথা হয়রানির শিকার হন এবং ফলশ্রুতিতে সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা (ভৎববফড়স ড়ভ ঢ়ৎবংং) ক্ষুন্ন হয়, এবং (২) গণমাধ্যমের সাথে সংশি-ষ্ট পেশাজীবী বা অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানহানি সম্জর্কিত অপরাধকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য না করে উহাকে দেওয়ানী অপকার (পরারষ ৎিড়হম) হিসাবে গণ্য করে ক্ষতিপঙরণ (ফধসধমবং) প্রদানের বিধান করে মানহানি সংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রতিকারের সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করা যায় কিনা, সে বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা।

উপরোক্ত প্রথম বিষয়টি সম্জর্কে আলোচনার প্রারম্ভে দন্ডবিধি আইনের মানহানি (ফবভধসধঃরড়হ) সংক্রান্ত ৪৯৯ ধারার উল্লে-খ করা প্রয়োজন। দন্ডবিধি আইনের ৪৯৯ ধারায় মানহানির সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করা হয়েছে – "যে ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে বা এরূপ জেনে বা এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলী বা চিহ্নাদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে কোন ব্যক্তি সম্জর্কিত কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে, যেরূপ নিন্দাবাদ ঐ ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করে, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি অতঃপর বর্ণিত ব্যতিক্রম ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির মানহানি করে বলে গণ্য হবে"। আমাদের আলোচনার বিষয়টির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমগুলো এখানে উল্লে-খ করার প্রয়োজন নেই।

মানহানির মূল কথা হচেছ অন্যের সুনাম নষ্ট করা। মানহানির অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রকাশনা অপরিহার্য্য একটি বিষয়। কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত সুনামনষ্টকারী নিন্দাবাদ প্রকাশ করলেই সংশি-ষ্ট ব্যক্তি সাধারণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হন এবং এতে ঐ ব্যক্তির সুনাম নষ্ট হয়। সংবাদপত্র অবিসংবাদিতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ মাধ্যম। যা কিছু সংবাদপত্রে স্থান পায় তাই প্রকাশিত বলে গণ্য হয় এবং সেজন্যই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে উপরোক্ত সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন ও পত্রিকায় প্রকাশ করা হলে সেই প্রকাশনার জন্য সংবাদপত্রের সম্জদক, প্রকাশক এবং মুদ্রাকর দায়ী হন। সাংবাদিকদের মানহানির আইন সম্জর্কে ওয়াকিবহাল থাকা উচিত, কারণ একজন মানুষের সুনাম আইনের চোখে তার সবচেয়ে বড় সম্জত্তি। কাজেই সেই সুনাম নষ্ট করা হলে বা তা কেড়ে নিয়ে গেলে তার যথাসর্বস্বই কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

মানহানি একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দন্ডবিধির ৫০০ ধারায় মানহানির শাস্তির বিষয়ে বলা আছে যে, যে ব্যক্তি মানহানির অপরাধ করবেন তিনি অনুর্দ্ধ দু'বছর বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। এই ধারার শাস্তি মানহানির অপরাধের জন্য সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, কেবলমাত্র সাংবাদিক বা অন্য কোন মিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি নহেন।

৫০১ ধারার বিধানে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এমন কোন বিষয় মুদ্রণ বা খোদাই করে, যা কোন ব্যক্তির জন্য মানহানিকর বলে সে জানে বা তার এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি দু' বছর পর্যন্ত মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

৫০২ ধারার বিধান হল যে, যে ব্যক্তি মানহানির বিষয় সম্বলিত কোন মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু মানহানির বিষয় সম্বলিত জেনেও বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে, সেই ব্যক্তি দু' বছর পর্যন্ত মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

মানহানি সংক্রান্ত দন্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারায় র্নিধারিত শাস্তির বিধান সাধারণত সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য করা হয়েছে। কিন্তু ৫০১ ও ৫০২ ধারায় বর্ণিত মানহানি সংক্রান্ড শাস্ডির বিধান সংবাদপত্রের সম্ভদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর বা বিক্রয়কারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মানহানিকর বিষয় বা মানহানিকর বিষয় বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও উহা মুদ্রণ, খোদাই, প্রকাশ বা বিক্রয় করে সেই ব্যক্তি মানহানির শাস্তির আওতাভুক্ত হবে। আইন সকলের জন্য সমান। ৫০০ ধারার শাস্তির বিধান সাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে, ৫০১ ও ৫০২ ধারার বিধান সাংবাদিক, প্রকাশক, মুদ্রাকর ও বিক্রয়কারীর ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য হবে। কাজেই ৫০১ ও ৫০২ ধারায় বর্ণিত মানহানির অপরাধের শাস্তির বিধান সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের সাথে সংশি-ষ্ট ব্যক্তি বা পেশাজীবীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হলে ইহা সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইনের সমতা সম্ভর্কিত বিধান লংঘন করা হবে। অতএব মানহানির শাস্তি সংক্রান্ত দন্ডবিধির ৫০১ এবং ৫০২ ধারার বিধান বাতিল বা সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে অকার্যকর করা সংগত হবে না বলে আমরা মনে করি।

উলে-খিত পত্রে আরও বলা হয়েছে যে, সংবাদপত্রের বা গণমাধ্যমের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে মানহানির জন্য দন্ডবিধির আওতায় মামলা করা হলে তাদের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা তথা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা (ভৎববফড়স ড়ভ ঢ়ৎবংং) ক্ষুন্ন হবে মর্মে সরকারের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, চিন্ডা ও বিবেক স্বচ্ছ রেখে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করাই হল সংবাদপত্রসেবীদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। বিবেক কখনও কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি সাধনের চিন্ডা করা বা প্রকাশ করার কথা বলবে না। তবে অন্যের ক্ষতি সাধন সম্পর্কিত কোন বিষয় মনে মনে চিন্তা করলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না বা এতে তার কোন মানহানি হবে না। কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তির সম্পর্কে

নিন্দাবাদ সম্ভর্কিত কোন মিথ্যা বক্তব্য, প্রতিবেদন বা লিখন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় তখন সাধারণ জনগণ এরকম সমাচার পাঠ করতে খুব আনন্দ বোধ করে এবং এতে সংশি-ষ্ট ব্যক্তির মান-মর্যাদার অপূরনীয় ক্ষতি সাধিত হয়। প□র্বেই উলে-খ করা হয়েছে যে, এই মান-সম্মান ও মর্যাদা একজন মানুষের অম□ল্য সম্ভদ। এটা মুদ্রণ ও প্রকাশনার মাধ্যমে নষ্ট করা হলে ক্ষতিগ্রস্ □ ব্যক্তিকে অবশ্যই দন্ডবিধি আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। ঋৎববফড়স ড়ভ চৎববং এর অর্থ হল দেশে সংঘটিত দৃশ্যমান বস্ □নিষ্ঠ বা প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ করা। এটা কোন ব্যক্তি বিশেষের বির"দ্ধে অনিষ্টকর বা মানহানিকর মিথ্যা বিষয় মুদ্রণ বা প্রকাশ করার স্বাধীনতা নয়। এগুলো সংবাদ বা সংবাদের কোন বিষয়ও নয়।

উবভধসধঃরড়হ বা মানহানি সম্ভর্কে সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, এটা একজন মানুষের চরিত্র বা মানসম্মান (ৎবঢ়ঁঃধঃরড়হ) এর উপর একটা মারাত্মক আক্রমন বা আঘাত সৃষ্টি করা। এটা একজন ব্যক্তির সুনামের উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা। আরো বলা যায় যে, মানহানি একজন ব্যক্তির মানসম্মান (ৎবঢ়ঁঃধঃরড়হ) এর বির"দ্ধে একটি অযৌক্তিক, বেআইনী ও মিথ্যা আঘাত সৃষ্টি করা। পত্রিকায় প্রকাশনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির বির"দ্ধে নিন্দাবাদ দেশের সকল মানুষের কাছে প্রকাশ করা হয়। ফলশ্র"তিতে ঐ ব্যক্তি সমাজে একজন ঘৃণিত, অপমানিত এবং মর্যাদাহানিকর (ফরংমৎধপবভঁষ) ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এর ফলে ঐ ব্যক্তি তার চাকুরি পর্যন্ □ হারাতে পারে অথবা কোন অফিসে চাকুরি প্রাপ্তির বা চাকুরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বা ব্যবসা বা পেশা পরিচালনার ক্ষেত্রে, এমনকি বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এবং এভাবে একজন মানুষের জীবনের ংবহংব ড়ভ ংধঃরংভধপঃরড়হ চিরদিনের মত বিনষ্ট হয়।

প্রচলিত আছে যে, একজন ব্যক্তির টাকা পয়সা বা সম্ভদ নষ্ট বা চুরি হলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু তার সুনাম, চরিত্র ও ৎবঢ়ঁঃধঃরড়হ নষ্ট হলে জীবনের সবকিছুই হারিয়ে যায়। কাজেই প্রত্যেকটা মানুষের তার সুনাম বা ৎবঢ়ঁঃধঃরড়হ ধারণ ও রক্ষণ করার অধিকার আইনগতভাবে তাকে প্রদান করা আছে। জেনেশুনে বা বিশ্বাস করার সংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও বা কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে পত্রিকায় মুদ্রণ, প্রকাশন ও বিক্রয় করার মাধ্যমে যে কোন একজন নাগরিকের সুনাম, মানমর্যাদা (ৎবঢ়ঁঃধঃরড়হ) জনসমক্ষে ক্ষুন্ন করা একটা গুর"তর অপরাধ হিসেবে শুধু আমাদের দেশে নয়, প্রত্যেক দেশেই পরিগণিত হয় এবং এটা একটা ফৌজদারী ক্ষমাহীন শাস্ি□যোগ্য অপরাধ। এই শাস্ি□র বিকল্প হিসেবে অন্য কোন বিধান প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বা পাকিস্ □ানেও বিদ্যমান নেই।

ঋৎববফড়স ড়ভ চৎববং বা চিন্ □া ও বিবেকের স্বাধীনতা সম্ভর্কে বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্ □া ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং প্রত্যেক নাগরিকের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে এই সকল স্বাধীনতার অধিকারটা একই অনুচ্ছেদের আওতায় বিভিন্নভাবে যথা জনশৃঙখলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত

অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সর্ম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে ভোগ করার কথা বলা হয়েছে। এটা একটা বিশ্বজনীন নীতি (ঁহরাবৎংধষ ঢ়ৎরহপরঢ়ষব) যে কোন অধিকারই ধনংড়ষঁঃব বা লাগামহীন নয়; কাজেই চিন্তা, বিবেক, ভাব প্রকাশ বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও ধনংড়ষঁঃব বা লাগামহীন নয়। লাগামহীন বাক্ বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা একটা লাইসেন্স হয়ে যাবে এবং সেজন্যই আমাদের সংবিধানের অধিকাংশ মৌলিক অধিকারকেই যুক্তিসংগত আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ (ৎবংঃৎরপঃবফ) করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটা বলা একান্ত প্রয়োজন যে, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কখনোই একজন ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তি গোষ্ঠীর সুনাম, মর্যাদা বা (ৎবঢ়ঁঃধঃরড়হ) রক্ষা করার স্বাধীনতা বিনষ্ট করতে পারবে না। ঋৎববফড়স ড়ভ ংঢ়ববপয, বীঢ়ৎবংংরড়হ ধহফ ভৎববফড়স ড়ভ ঢ়ৎবংং পধহহড়ঃ ড়াবৎংঃবঢ় ড়ৎ ফধসধমব ধ ঢ়বৎংড়হ'ং ৎরমযঃ ঃড় সধরহঃধরহ ধহফ ঢ়ৎবংবৎাব যরং/যবৎ ৎবঢ়ঁঃধঃরড়হ.

বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে দন্ডবিধি আইনের ৫০১ ও ৫০২ ধারা সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী, এই মর্মে কোন রায় প্রদান করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে, কোন ক্ষতিকর বা অনিষ্টকর বা অশ-ীল বিষয় সম্বলিত কোন রিপোর্ট বা কোন পত্রিকা বা সাময়িকীতে লিখন, মুদ্রণ, প্রকাশ, বন্টন বা বিক্রিয় ইত্যাদি ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬ ও ১৭ ধারার আওতায় বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল, কিন্তু সংবাদপত্রসেবীদের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সনের ১৮ নম্বর আইন দ্বারা এই দুইটি ধারা বিশেষ ক্ষমতা আইন থেকে বাতিল করা হয়েছে। এখন সংবাদপত্রে মানহানিকর বা ক্ষতিকর সংবাদ বা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের বির“দ্ধে প্রতিকারের জন্য শুধুমাত্র দন্ডবিধি আইনের ৫০১ এবং ৫০২ এই দুইটি ধারার বিধানই বিদ্যমান আছে। এছাড়া মানহানি সংক্রান্ত অন্য কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন (ংঃধঃঁঃব) আমাদের দেশে বলবৎ নেই। অথচ ইংল্যান্ডে উবভধসধঃরড়হ অপঃ ড়ভ ১৯৫২ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন বিদ্যমান আছে।

“ঘবিংঢ়ধঢ়বৎং ধৎব ঁংলবপঃ ঃড় ঃযব ংধসব ৎঁষবং ধং ড়ঃযবৎ পৎরঃরপং, ধহফ যধাব হড় ংঢ়বপরধষ ৎরমযঃ ড়ৎ ঢ়ৎরারষবমব, ধহফ রহংঢ়রঃব ড়ভ ঃযব ষধঃরঃঁফব ধষষড়বিফ ঃড় ঃযবস, ঃযবু যধাব হড় ংঢ়বপরধষ ৎরমযঃ ঃড় সধশব ঁহভধরৎ পড়সসবহঃং, ড়ৎ ঃড় সধশব রসঢ়ঁঃধঃরড়হং ঁঢ়ড়হ ধ ঢ়বৎংড়হ'ং পযধৎধপঃবৎ, ড়ৎ রসঢ়ঁঃধঃরড়হং ঁঢ়ড়হ ড়ৎ রহ ৎবংঢ়বপঃ ড়ভ ধ ঢ়বৎংড়হ'ং ঢ়ৎড়ভবংংরড়হ ড়ৎ পধষষরহম. ঞযব ৎধহমব ড়ভ ধ লড়ঁৎহধষরংঃ'ং পৎরঃরপরংস ড়ৎ পড়সসবহঃ রং ধং রিফব ধং ঃযধঃ ড়ভ ধহু ড়ঃযবৎ ঁংলবপঃ, ধহফ হড় রিফবৎ. ঊাবহ রভ রহ ধ ংবহংব হবিংঢ়ধঢ়বৎং ড়বি ধ ফঁঃু ঃড় ঃযবরৎ ৎবধফবৎং ঃড় ঢ়ঁনষরংয ধহু ধহফ বাবৎু রঃবস ড়ভ হবিং ঃযধঃ সধু রহঃবৎবংঃ ঃযবস, ঃযরং রং হড়ঃ ংঁপয ধ ফঁঃু ধং সধশবং বাবৎু পড়সসঁহরপধঃরড়হ রহ ঃযব ঢ়ধঢ়বৎ ৎবষধঃরহম ঃড় ধ সধঃঃবৎ ড়ভ ঢ়ঁনষরপ রহঃবৎবংঃ ধ

ঢ়ৎরারষবমবফ ড়হবচ. (গরঃযধ জঁংঃড়সলর গুঁৎধনধহ াং. ঘঁংংবৎধিহলর ঊহমরহববৎ, (১৯৪১) ৪৩ ইড়সনধু খজ ৬৩১).

"ওঁংঃ নবপধঁংব ংড়সবঃযরহম রহঃবৎবংঃং ঃযব ঢ়ঁনষরপ, রঃ রং হড়ঃ হবপবংংধৎরষু রহ ঢ়ঁনষরপ রহঃবৎবংঃ ঃড় ঢ়ঁনষরংয রঃচ. (খড়হফড়হ অৎঃরংঃং খঃফ. াং. খরঃঃষবৎ, (১৯৬৮), ১ ডখজ ৬০৭, ৬১৫).

"ওহাবংঃরমধঃরাব লড়ঁৎহধষরংস ফড়বং হড়ঃ বহলড়ু ধহু ংঢ়বপরধষ ঢ়ৎড়ঃবপঃরড়হ. ঞযবৎবভড়ৎব, যিবহ হবংিঢ়ধঢ়বৎং ঢ়ঁনষরংয ধপপঁংধঃরড়হং ড়ভ পৎরসরহধষ মঁরষঃ ধমধরহংঃ ধ ঢ়বৎংড়হ ধং ধ ৎবংঁষঃ ড়ভ ঃযবরৎ রহাবংঃরমধঃরড়হ, ঃযবু ফড় ংড় ধঃ ঃযবরৎ ড়হি ৎরংশ ধহফ ঃযবু ফড় হড়ঃ বহলড়ু ধহু য়ঁধষরভরবফ ঢ়ৎরারষবমব.চ (এৎড়ননবষধড়ৎ াং. ঘবংি মৎড়ঁঢ় ঘবংিঢ়ধঢ়বৎং খঃফ. (২০০১)২ অষষ ঊজ ৪২৭ (ঈঅ)). (ঃধশবহ ভৎড়স জধঃধহষধষ ধহফ উযরৎধলষধষ্ণং ঞযব খধি ড়ভ ঞড়ৎঃং, ২৪ য বফরঃরড়হ ৎবঢ়ৎরহঃ ২০০৪) ঢ়ু ২৭০).

একজন সাংবাদিক মিথ্যা মানহানিকর বিষয় প্রকাশ করলে কখনোই বিশেষ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন না, কারণ তাদের প্রকাশিত বক্তব্যে সাধারণ জনগণ বিশ্বাস স্থাপন করে, কাজেই সাংবাদিকগণ তাদের কার্য সম্ভদনকালে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ না করার ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি দেয়াটা তাদের বৃহত্তর কর্তব্য। মানহানি সংক্রান্ত দন্ডবিধি আইনের বিধানাবলী বষবপঃৎড়হরপ সবফরধ এবং ঢ়ৎরহঃ সবফরধ বা অন্য কোন গণমাধ্যম সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কারণ তারা দেশের কোথায় কি ঘটেছে বা কি ঘটতে যাচ্ছে, কি ভাল কাজ হচ্ছে বা কি মন্দ কাজ হচ্ছে এ সবকিছুই সংবাদপত্রের পাতায় লিখিতভাবে এবং বষবপঃৎড়হরপ সবফরধ তে টিভি পর্দায় প্রদর্শন করে, রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করা হয়, পুস্তকে বা ষবধভষবঃ এ প্রকাশ করা হয় এবং সাধারণ জনগণ এগুলো খুব আগ্রহ সহকারে দেখতে, শুনতে ও পড়তে থাকে। সুতরাং সকল মিডিয়ার সাংবাদিকরাও পুস্তক, ষবধভষবঃ রচয়িতা ও প্রকাশকরা তাদের যে কোন সংবাদ বা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পরিবেশন করার পূর্বে যথেষ্ট পরিমানে সতর্কতা অবলম্বন করবেন, কারণ যে কোন রকম মানহানিকর বক্তব্য বা প্রতিবেদন দেখা মাত্র এগুলো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়াতে থাকে এবং এতে সংশি-ষ্ট ব্যক্তির সর্বনাশ হয়ে যায়।

উলে-খিত পত্রের দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ মানহানি সম্পর্কিত অপরাধকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য না করে এটাকে পরারষ ৎিড়হম হিসেবে গণ্য করে ক্ষতিপূরণ (ফধসধমব) প্রদানের বিধান করা প্রসঙ্গে এটা বলা প্রয়োজন যে আমাদের দেশে ফবভধসধঃরড়হ বা মানহানি সংক্রান্ত বিষয়ে দন্ডবিধি আইনের (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ২১ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ধারা ৪৯৯ থেকে ধারা ৫০২ পর্যন্ত বিধানাবলী ব্যতীত অন্য কোন সংবিধিবদ্ধ আইন (ংঃধঁঃড়ৎু ষধি) বিদ্যমান নেই যদিও ইংল্যান্ডে উবভধসধঃরড়হ অপঃ, ১৯৫২ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন বিদ্যমান আছে। তবে আমাদের দেশে ফবভধসধঃরড়হ বা মানহানির জন্য

দেওয়ানী দায়বদ্ধতা বিষয়ে ংবঃঃষবফ ঢ়ৎরহপরঢ়ষব বিদ্যমান রয়েছে। তাহল এই যে মানহানির জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপ রণের মামলা দায়ের করা যায়। উবভধসধঃরড়হ বা মানহানি ভারত এবং পাকিস্ানেও দন্ডবিধি আইন অনুযায়ী একটা ফৌজদারী অপরাধ এবং এই মানহানির জন্য দেওয়ানী দায়বদ্ধতা সম্র্পর্কিত কোন সুনির্দিষ্ট আইন ঐসব দেশেও বিদ্যমান নেই। তবে ইংলিশ কমনল' এর বিধি বিধান অনুসরন করে দেওয়ানী দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা যেতে পারে অথবা বয়ঁরঃু, লঁংঃরপব ধহফ মড়ড়ফ পড়হংপরবহপব এর নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে, ফবভধসধঃরড়হ বা মানহানি দন্ডবিধি আইনের আওতায় একটা শাস্িযোগ্য অপরাধ এবং দন্ডবিধি আইনই মানহানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একমাত্র বলবৎ আইন এবং এই আইনের আওতায়ই মানহানির জন্য সাংবাদিক বা অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্ি প্রদানের দাবী করে মামলা দায়ের করা যায়। তবে উপরে বর্ণিত নির্ধারিত নীতিমালার আওতায় ক্ষতিপ রণের (পড়সঢ়বহংধঃরড়হ ভড়ৎ ফধসধমবং) মামলাও দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা যেতে পারে। দেওয়ানী অপবাদ (পরারষ ৎিড়হম) হিসেবে ক্ষতিপ রণের জন্য দেওয়ানী মামলা করা হলেও দন্ডবিধি আইনের আওতাভুক্ত ফৌজদারী মামলা করার অধিকার ক্ষুন্ন হয় না, কারণ মানহানির জন্য আইন ও নির্ধারিত বিধান সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে দুটি প্রতিকারের দাবী করার অধিকার দিয়েছে। উক্ত দুটি প্রতিকারের অধিকার একটি অন্যটির বিকল্প বা ধষঃবৎহধঃরাব অধিকার নহে, একই সঙ্গে প্রযোজ্য অধিকার। তবে প্রধানতঃ মানহানি হল দন্ডবিধি আইনের ২১ অধ্যায়ের আওতায় শাস্িযোগ্য অপরাধ।

প্রেস কাউন্সিলে দায়েরকৃত মামলার অধিকাংশই মানহানি সংক্রান্ হয়। কিন্তু প্রেস কাউন্সিলে মানহানির জন্য শাস্ি প্রদানের বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আইনগত কোন ক্ষমতা নেই বা কোন রায় প্রদান করলেও তা বীবপঁঃরড়হ এর কোন ক্ষমতাও নেই। শুধু ভর্ৎসনা করা যেতে পারে বলে জানা যায়। অতএব, দন্ডবিধি আইনের ২১ অধ্যায়ে (৪৯৯ থেকে ৫০২ ধারা) বর্ণিত মানহানি সংক্রান্ শাস্ির বিধান সমূহই হলো প্রকৃত আইনগত বিধান যা কোর্টের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হয়। কাজেই দন্ডবিধির এই বিধান সমূহই কার্যকর বিধান। সেগুলো বহাল রাখা একান্ প্রয়োজন।

উলে-খিত পত্রে সরকারের বক্তব্য হল যে, সংবাদপত্রসেবীদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হলে তাদের চিন্া ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্ স্বাধীনতা তথা ভৎববফড়স ড়ভ ঢ়ৎবংং ক্ষুন্ন হয়। এই বিষয়টি সম্র্পর্কে প র্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংক্রান্ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদেও আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হয়েছে। উপরে উলে-খিত উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্সম হ থেকেও দেখা যাবে যে, সংবাদপত্রের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা (ঢ়ৎরারষবমব) প্রদান করা হয়নি। ভারতের সংবিধানেও একই রকম বর্ণনা দেয়া আছে। ই.গ এধহফযর রচিত খধ িড়ভ এড়ড়ৎঃং, ৩ৎফ বফরঃরড়হ (ঢ়ঢ় ১৪১) নামক পুস্কে বর্ণিত আছে যে, "জরমযঃ ঃড় ভৎববফড়স ড়ভ ংঢ়ববপয ধহফ বীঢ়ৎবংংরড়হ "হফবৎ অৎঃরপষব ১৯ (১) ড়ভ ঃযব

ঈড়হংঃরঃঁঃরড়হ রং ড়হব ড়ভ ঃযব ংবাবহ ভৎববফড়সং মঁধৎধহঃববফ নু রঃ. ঞযরং ৎরমযঃ রং, যড়বিাবৎ, ংঁনলবপঃ ঃড় াধৎরড়ঁং ৎবংঃৎরপঃরড়হং ঁহফবৎ অৎঃরপষব ১৯ (২); ফবভধসধঃরড়হ নবরহম ড়হব ড়ভ ঃযবস. ওঃ রং ধঁহরাবৎংধষ ঢ়ৎরহপরঢ়ষব ঃযধঃ হড় ৎরমযঃ রং ধনংড়ষঁঃব ধহফ ৎরমযঃ ঃড় ভৎববফড়স রং হড় বীপবঢ়ঃরড়হচ একই পুস্কে আরো বর্ণিত আছে যে ঁঅং ড়নংবৎাবফ রহ ঃযব পধংব ড়ভ উরশংযরঃ (ণ.অ. উরশংযরঃ াং. জধফযধ কৎরংহধ, অওজ ১৯৪৮ ঙঁফয ২২৬), ঃযবৎব রং হড় ংঃধঃঃড়ৎু ষধি ড়ভ ফবভধসধঃরড়হ রহ ওহফরধ বীপবঢ়ঃ যিধঃ রং পড়হঃধরহবফ রহ ঈযধঢ়ঃবৎ ঢঢও ড়ভ ঃযব ওচঈ (ংবপঃরড়হ ৪৯৯). অং ভড়ৎ পরারষ ষরধনরষরঃু ভড়ৎ ফবভধসধঃরড়হ যড়বিাবৎ, রঃ যধং ষড়হম নববহ ংবঃঃষবফ রহ ঃযরং পড়ঁহঃঃু ঃযধঃ ধহ ধপঃরড়হ ভড়ৎ ফধসধমবং ড়িঁষফ ষরব রহ ঢ়ৎড়ঢ়বৎ পধংবং. ঞযব নধংরং ধৎব ঃযব ংধসব ধং রহ ঊহমষধহফ, াবু. ঃযধঃ বাবৎু সধহ যধং ধ ৎরমযঃ ঃড় যধাব যরং হধসব সধরহঃধরহবফঁহরসঢ়ধরৎবফ.চ

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, শুধু মানহানির বিষয় সম্পর্কিত দন্ডবিধি আইনের ২১ অধ্যায় (ধারা সমহ ৪৯৯, ৫০০,৫০১ ও ৫০২) ব্যতীত ভিন্ন কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। এটা মানহানির প্রতিকারের জন্য একমাত্র ফৌজদারী বিধান। উপরে বলা হয়েছে যে, এই ফৌজদারী বিধান ছাড়াও দেওয়ানী অপকার (পরারষ ৎিড়হম) হিসেবে গণ্য করে ক্ষতিপঙরণ (ফধসধমব) প্রদানের জন্য আমাদের দেশে ইংলিশ কমন'ল এর অনুকরণে র্নিধারিত নীতি বিদ্যমান আছে, অথবা ঢ়ৎরহপরঢ়ষবং ড়ভ বয়ঁরঃু, লঁংঃরপব ধহফ মড়ড়ফ পড়হংপরবহপব অনুসরণ করেও দেওয়ানী প্রতিকার দেয়া হয়ে থাকে। কাজেই মানহানির বিষয়ে দন্ডবিধি আইনের বিধান হল একমাত্র

সংবিধিবদ্ধ বিধান এবং দেওয়ানী প্রতিকারের বিধান হল ইংলিশ কমনল' এর রুল দ্বারা নির্ধারিত একটা বিষয়।

এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে, দেওয়ানী অপকার (পরারষ ৎিড়হম) এর আওতায় ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা করার ক্ষেত্রে দাবীকৃত টাকার অংক সুনির্দিষ্টভাবে উলে-খ করে আরজি পেশ করতে হয় এবং এই সুনির্দিষ্ট অংকের টাকার ওপরে এ্যাড ভ্যালোরেম কোর্ট ফি প্রদান করার প্রয়োজন হয়। কাজেই দেওয়ানী প্রতিকারের জন্য মামলা করতে বেশ খরচ লাগে। দেওয়ানী প্রতিকারের মামলায় বাদী (সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি) ডিক্রি পাবে কিনা তা নিশ্চিত করে অগ্রিম কেউ বলতে পারবে না। এমতাবস্থায় বাদী মোটা অংকের টাকা খরচ করে দেওয়ানী মামলা করার পর যদি ডিক্রি না পায় তাহলে তার মান-সম্মানও গেল, উপরন্তু তার পকেট থেকে আরো অর্থ বিনষ্ট হলো কিন্তু কোন প্রতিকারই পাওয়া হলো না। এসব পরিস্থিতির কারণেই মানহানির দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি একমাত্র বিত্তবান ব্যক্তি ছাড়া দেওয়ানী প্রতিকারের দিকে যেতে মোটেও আগ্রহ বোধ করেন না। কাজেই আইনে প্রদত্ত প্রতিকারের একমাত্র প্রচলিত বিধান হল দন্ডবিধি আইনের ২১ অধ্যায়ের ৪৯৯ হতে ৫০২ ধারায় প্রদত্ত প্রতিকার।

দন্ডবিধি আইনে সাধারণতঃ তিন বছর বা তার বেশি পরিমান শাস্কিযোগ্য অপরাধকে ওয়ারেন্ট (ধিৎৎধহঃ) কেস হিসেবে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়, কিন্তু মানহানি সংক্রান্ড ৫০০, ৫০১ ও ৫০২ ধারায় দু' বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ডের শাস্কির বিধান করা সত্ত্বেও ১৮৯৮ইং সনের ফৌজদারী কার্যবিধি আইন (১৮৯৮

ইং সনের ৫ নং আইন) এর দ্বিতীয় তপসিলের মধ্যে মানহানি সংক্রান্ত ৫০০,৫০১ ও ৫০২ ধারার অপরাধকে ৪ নং কলামে ওয়ারেন্ট (ধিৎৎধহঃ) কেস হিসেবে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তখনকার দিনের আইনকর্তারাও মানহানির অপরাধকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। সময়ের বিবর্তনে বর্তমান পরিস্থিতিতে দন্ডবিধি আইনে বর্ণিত মানহানি সংক্রান্ত অপরাধকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য না করার কোন অকাট্ট যুক্তি আমরা দেখি না।

উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা সমহ বিবেচনাক্রমে আমাদের অভিমত এই যে, মানহানি সংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার প্রতিকারের বিধি বিধান আমাদের দেশে বিদ্যমান রয়েছে। এ বিষয়ে নতুন কোন আইনের প্রণয়ন বা বিদ্যমান আইনের পরিবর্তন বা সংশোধনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বলে আমরা মনে করি।

ডঃ এম, এনামুল হক
সদস্য-২

বিচারপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সদস্য -১

বিচারপতি মোস্তাফা কামাল
চেয়ারম্যান